সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

১৭ অক্টোবর ২০০৭, আর্ন্তজাতিক দারিদ্র নিরসন দিবস

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের ৩ কোটি অভুক্ত মানুষের দারিদ্র দূর করতে হলে বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে।

দারিদ্র, ক্ষুধা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সুপ্র সারা **দেশে ৪৬টি জেলা শহরে** আজ **'আর্ন্তজাতিক দারিদ্র নিরসন দিবস' পালন করছে।** এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'দারিদ্রমুক্তি ও এমডিজি অর্জনে আওয়াজ তুলুন, সোচ্চার হোন'** (Stand up and speak out against poverty and for the Millennium Development Goals)।

কেন্দ্রিয় পর্যায়ে **সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ও সুপ্র ঢাকা জেলা কমিটি** যৌথভাবে আজ ১৭ অক্টোবর ২০০৭, **আর্ন্তজাতিক দারিদ্র নিরসন দিবস** পালন উপলক্ষে রাজধানীর মানিক মিঞা এভিন্যুউ-তে Stand up and Speak out কর্মসূচীর অংশ হিসাবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যেখানে লোকসঙ্গীত ও গণসংগীতের মাধ্যমে দারিদ্র, বঞ্চণা আর অবিচারের দুঃখগাথা তুলে ধরা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে সুপ্র নেটওয়ার্কভূক্ত সদস্যগণ বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, দারিদ্র ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার শপথ গ্রহণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংহতি প্রকাশ করেন সুপ্র ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক শাহাদাত ইসলাম চৌধুরী মিন্টু; সুপ্র'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রদীপ কুমার রায়; সুপ্র'র সমম্বয়ক সৈয়দ আমিনুল হক, ইকবাল উদ্দীন, মোঃ সিরাজ উদ্দীন; সুপ্র ঢাকা জেলা কমিটির সহসভাপতি গুলশান আরা ডলি, ফয়েজ হোসেন, আব্দুস সালাম মজুমদার ও জায়েদ ইকবাল প্রমুখ।
সংহতি ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, সাবেক সুপ্র প্রধান ও কোষ্ট ট্রাষ্টের সহকারী পরিচালক আমিনুর রসুল বাবুল।

সুপ্র'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার রায় সংহতি বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ মাথাপিছু দেনার পরিমান ১৫১ ডলার অর্থাৎ টাকায় ১০৪৭৫ টাকা। প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করছে এই পরিমান দেনা মাথায় নিয়ে। প্রতিবছর বাংলাদেশকে ৭১৫ মিলিয়ন ডলার দেনা পরিশোধ বাবদ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা ঋণ করে ঋণের সুদ পরিশোধ করছি। এই অবস্থাকে মোকাবেলা করতে হলে **বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোর বৈদেশিক দেনাকে বাতিল করতে হবে।** দেনার দায়ভার নিয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব হবে না। তাই দারিদ্র দিবসে ধনীদেশগুলোর প্রতি আহ্বান, দারিদ্র নিরসনে আপনাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করুন।

সুপ্র ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক শাহাদাত ইসলাম চৌধুরী মিন্টু সংহতি প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। প্রতিদিন কাটে তাদের অনাহারে, অর্ধাহারে। বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ তিন বেলা খেতে পায় না, মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের ১০ শতাংশ মানুষ বছরের কয়েকমাস একবেলা খেয়ে জীবনযাপন করে। গ্রামের ৪০ লক্ষ শিশু এবং শহরের বস্তিবাসী ৩০ লাখ শিশু এখনও শিক্ষা সুবিধার বাইরে আছে। ২ লাখের বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে দারিদ্রের কারণে উপার্জনমুখী কাজে নিয়োজিত হয়। সারা দুনিয়াতে প্রতিদিন না খেয়ে ২৫,০০০ মানুষ মারা যায়, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে মারা যায় ১ জন মানুষ। দারিদ্রপীড়িত এসব মানুষের দুঃখ-বঞ্চণা লাঘব করতে এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

দেশব্যাপী এই প্রচারণায় সুপ্র নেটওয়ার্কভূক্ত ৪৬ জেলা শহরে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছেন।

১৯৮৭ সালের ১৭ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ট্রোকাডেরো প্লাজায় প্রায় ১ লক্ষ মানবাধিকার কর্মী একত্রে জড়ো হয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সংঘাত, বেকারত্ব এবং বঞ্চনা'র বিরুদ্ধে এক সমাবেশে মিলিত হয়েছিল। সেখানে তারা বলেছিলেন, মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করতে হবে। তারা ঐ দিন প্যারিসের যে স্থানে সভায় মিলিত হন সেখানে ১৯৪৮ সালে "সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা পত্র" স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

১৯৯২ সালের ১৭ অক্টোবর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার ১৭ অক্টোবরকে 'আর্ন্তজাতিক দারিদ্র নিরসন দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানান। পরবর্তীতে ঐ বছরের ২২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৭ অক্টোবরকে " আন্ত 'জাতিক দারিদ্র নিরসন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। তারপর থেকে প্রতিবছর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সারা পৃথিবীব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বার্তাপ্রেরক

ইকবাল উদ্দীন (০১৭১৩-৩২৮৮৪৩)
কর্মসূচী কর্মকর্তা